সংবাদ

তারিখ 10 AUG 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সরকারি কলেজগুলোতে চার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য

দ্রুত সংকট মোচন করুন

আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, সরকারি কলেজে ১৪ হাজার শিক্ষকের পদের বিপরীতে বর্তমানে চার হাজার অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। মফস্বলের ৮৭টি সরকারি কলেজের ১৭৬টি বিভাগে কোন শিক্ষকই নেই। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম একজন করেও শিক্ষক নেই। ফলে এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। মফস্বল কলেজের শিক্ষক সংকটের বিপরীতে অনেক নামিদামি কলেজে পদের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু প্রভাবশালী মহলের চাপে তাদের কোন শূন্য পদে বদলি বা পদায়ন করা সম্ভব হয় না। রাজধানীর ৯টি এবং বিভাগীয় শহরগুলোর কলেজগুলোতে এই অবস্থা চলছে। তাছাড়াও পাবনা এডওয়ার্ড, ফরিদপুর রাজেন্দ্র, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন, বগুড়া আজিজুল হক ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রভাবশালীদের তদবিরে এসব কলেজের বিভিন্ন বিভাগে বহু শিক্ষক পদ না থাকলেও শিক্ষক অ্যাটাচমেন্টে আছেন। তাদের কেউ কেউ শিক্ষাদান না করেই বেতন ভাতা নিচ্ছেন। এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে শতাধিক শিক্ষক কর্মহীন সময় পার করছেন। অথচ ঢাকার বাইরে প্রায় ১০০ সরকারি কলেজ রয়েছে যাদের কোন কোন বিষয়ে একজন করে শিক্ষকও নেই। এসব খবর পাওয়া যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদফতর থেকে।

খবরে প্রকাশ, ৮৭টি কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে গত ২৮ জানুয়ারি মাউশি একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনকে (পিএসসি) দুই বার চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু পিএসসি কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

বর্তমানে দেশে ২৫৩টি সরকারি কলেজসহ প্রায় ৩০০ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ন্যূনতম শিক্ষক পদায়নের জন্য ৮৭টি কলেজের অধ্যক্ষ মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দীর্ঘদিন ধরনা দিয়েও শিক্ষক পাচ্ছেন না। মাউশির মহাপরিচালকও মনে করেন, সাধারণ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে এসব শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন হবে বিশেষ বিসিএস। তিনি আরও জানান, 'রি-অ্যারেঞ্জ' বা পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে নামিদামি কলেজে অ্যাটাচমেন্ট ও 'ইন-সিটু' থাকা শিক্ষকদের মাঠপর্যায়ে বদলি করা হবে। তিনি কারও 'সাজানো বাগানে' বা মৌচাকে ঢিল দিচ্ছেন কিনা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। সহযোগী পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ৬৫০ শিক্ষার্থীর একটি কলেজে মাত্র ৯ শিক্ষক দিয়ে চলে কীভাবে। দিনাজপুরের ফুলবাড়িয়া সরকারি কলেজে ছাত্রছাত্রী আছে ১ হাজার ৪৫০ আর শিক্ষক আছেন মাত্র ১৭ জন যদিও পদের সংখ্যা ৫২।

শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, যারা এইচএসসি পাস করেছে, তাদের ভর্তির কোন সমস্যা হবে না, কেননা দেশের কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা পর্যাপ্ত। কিন্তু শিক্ষক সংকটে থাকা কলেজগুলোতে ভর্তি হয়ে কারা নিজের শিক্ষাজীবন বিপন্ন করতে চাইবে। পৃথিবীতে প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার জন্য তিনটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক। এর একটি ছাড়া শিক্ষা দিতে গেলে তা কখনই পূর্ণতা পাবে না।

সুতরাং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো শিক্ষক সংকট মোচন করা। একদিকে যেমন বিশেষ বিশেষ কলেজে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা শিক্ষকদের অন্যান্য কলেজের শূন্য পদে পদায়ন করতে হবে, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।